৩২৭

ভোরের কাগজ

NOV 13 2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

অন্য আলোয়

আবু

পাবলিক পরীক্ষ
সমাজের বিশ্বা

পাবলিক পরীক্ষা দুধরনের। এক. চাকরি পাওয়ার জন্য, দুই. পরীক্ষা পাস করার জন্য। পাবিলক পরীক্ষাগুলোর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো কোনো তৃতীয়পক্ষ, যা নিরপেক্ষ থাকার কথা, গ্রহণ করে। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম যে পাবলিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তাহলো স্কুলে ১০ বছর পড়ার পর সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা তার ২ বছর পর তাদের আরো একটা পাবলিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। সে পরীক্ষা তারা দেয় কলেজে ২ বছর পড়ার পর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে। এ দুটো পরীক্ষা আমাদের দেশে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড গ্রহণ করে। এগুলো নেওয়া হয় কিছু ধরবাঁধা সিলেবাসের বা পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিষয় চয়নে স্বাধীনতা থাকলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং তার নিচের স্তরে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় চয়নের ক্ষেত্রে তেমন স্বাধীনতা নেই। স্কুলে যে বই পড়ানো হয় বা স্কুলবোর্ড কর্তৃপক্ষ যে ক্লাসে যে বই পড়াতে বলে সব ছাত্রছাত্রীকেই সে বই পড়তে হয় এবং পরীক্ষায়ও ঐ বই থেকে প্রশ্ন আসে।

কলেজ পর্যায়ে পাঠ্য বইয়ে বোর্ডের খবরদারি অনেকটা কমে যায়, তাই উচ্চ মাধ্যমিক বা দ্বাদশ শ্রেণী পড়ে যারা পরীক্ষা দেয় তাদের ক্ষেত্রে পাঠ্যবই সিলেকশনে অনেক বেশি স্বাধীনতা থাকে। আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর স্তর অনেক সহজ বলে মনে হয়। সে তুলনায় লন্ডন ইউনিভার্সিটির অধীনে 'এ' লেভেলকে, যেটিকে আবার আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমকক্ষ মনে করা হয়, অনেক কঠিন বলে মনে হয়। 'এ' লেভেল এবং আমাদের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের পরীক্ষার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, 'এ' লেভেলে কেউ কম পড়ে ভালো রেজাল্ট অর্জন করতে পারে না, আর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা প্রথম বিভাগ পাচ্ছে তাদের মান দেখে অনেক হতাশ হতে হয়।

পরীক্ষায় নকল এখন যেন সাধারণ উপাদান। কিন্তু ভাবুনতো যারা ষাট দশকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাগুলো দিয়েছে তারা নকলের কথা ভাবতে পেরেছিল কিনা। আজকে শুনি নকল করে প্রথম বিভাগও পাওয়া যায়। সেজন্য ঐ সব প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে আসে তখন তারা রীতিমতো বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে নিজদেরকে পুনঃ তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টায় রত থাকে। সারা শিক্ষা জীবনে যতো না অর্থ ব্যয় হয়, তার চেয়ে অধিক অর্থ ব্যয় হয় কয়েকমাসের কোচিং ফি দিতে গিয়ে এবং তাদের গাইড ও নোট কিনতে গিয়ে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ টাকা অ্যাডমিশন ফি বাড়ালে সেটা নিয়ে একটা মহল মিছিল করে ঘেরাও করে। ঐখানেও একধরনের স্বার্থ কাজ করে যা আজকাল শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পেরেছে।

বলছিলাম পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে নকলের কথা। গেলোবার নকলের উৎসব যেন বয়ে গেলো। এক পর্যায়ে মনে হলো যেন এসব পরীক্ষা, এগুলো তো পরীক্ষা নয়, প্রহসন। তাই আমরা বলবো, নির্দিষ্ট বই বাদ দিন, সিলেবাসের একটা গাইড লাইন থাকতে পারে, আর পরীক্ষার ব্যাপারটাকে খোলা বইয়ের ভিত্তিতে করুন, এতে ভালোমন্দের যাচাই ভালো হতে পারে। আজকে কারো কোনো আস্থা নেই পাবলিক পরীক্ষাগুলোর ওপর। তাই অনেক অভিভাবক আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি থেকে বাঁচার জন্য অন্য পদ্ধতির দিকে ধাবিত হচ্ছে, যে পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের কোনো বোর্ড বা পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জড়িত থাকছে না। কিন্তু সে ভাগ্য গুটি কয়েকজনের হচ্ছে। দেশের

অধিকাংশ লোকের আজো ভরসা হলো তাদের সামনের হাইস্কুলটি-কলেজটি এবং অবশেষে বোর্ড নামের পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ।

অপরদিকে অন্য পাবলিক পরীক্ষার অবস্থাও ভালো নয়। যে পাবলিক পরীক্ষা হলো শিক্ষা জীবনের শেষে চাকরি পাওয়ার জন্য পরীক্ষা। বেসরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে নানাবিধ কায়দা আছে। ঐগুলো পেতে কখনো পরীক্ষা দিতে হয়, কখনো কানেকশনের জোরে হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারি চাকরি পেতে হলে

উঁচুতে ... ছিলেন ... পাকি ... নৈতিব ... উঠলে ... দিয়ে ... সার্ভিস ... যেমন ... নিরপে ... সবাইকে

...ওনে সরকার ...হীদের মধ্যে যুদ্ধাবিরাত চুক্তি

সিয়েরালিওনের সরকার ও বিদ্রোহী রেভল্যুশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্ট (আরইউএফ) গত শুক্রবার একটি নতুন যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে একমত হয়েছে। এর ফলে দেশটির সর্বত্র জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীকে অবাধে প্রবেশের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। রয়টার।

বিদ্রোহী আরইউএফ-এর মুখপাত্র গিবরিল মাসাকুই বলেন, শনিবার সকাল থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কথা।

রাজধানী আবুজায় সরকারি পক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর গিবরিল সাংবাদিকদের বলেন, 'যুদ্ধ বিরতির সবগুলো দিক এবং শান্তিরক্ষীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রগুলো অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছি আমরা।'

তবে আঞ্চলিক বিশ্লেষকরা এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। আরইউএফের যেসব নেতা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন সশস্ত্র গেরিলাদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে কিনা তাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

আরইউএফের প্রধান ফোদে স্যাঙ্কোকে সিয়েরালিওনের একটি অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখা হয়েছে। স্যাঙ্কোর গেরিলারা গত মে মাসে কয়েকশ' শান্তিরক্ষীকে অপহরণ করে এবং ১৯৯৯ সালে তোগোতে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে।

আরইউএফের নেতৃত্বে নতুন ব্যক্তির আগমনে চুক্তিটি পুনরায় চালু করতে চেয়েছিল সিয়েরালিওনে নিযুক্ত জাতিসংঘ মিশন।

বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি দলের প্রধান জোনাথন কেপোসোয়া সাংবাদিকদের বলেন, নতুন যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে স্যাঙ্কোর মুক্তির দাবি জানায়নি তারা।

মার্কিন নারীরা গোরের পক্ষে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে নারী ও পুরুষের ভোটদানের প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য এখনো একটি ফ্যাক্টর। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত লস এঞ্জেলেস টাইমসের এক এক্সিট পোলের ফলাফলে দেখা গেছে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৫৫ শতাংশ মহিলা ডেমোক্র্যাটদলীয় প্রার্থী ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাল গোরকে এবং ৪৩ শতাংশ রিপাবলিকান জর্জ ডব্লিউ বুশকে ভোট দিয়েছেন। বিপরিতক্রমে ৫৪ শতাংশ পুরুষ বুশকে আর ৪৩ শতাংশ পুরুষ গোরকে ভোট দেন। এএফপি।

এক্সিট পোলে দেখা গেছে গোরের